টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২রা আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৭ ইং 17th June. 1970 | ৫ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

বাজার অপেক্ষা সুবিধায় সর্ব্বপ্রকার
'বেবীফুড' পাওয়া যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ— খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ভাগ্যে বুড়ো বেঁচে আছে,
তাইতো মিলছে শাক আর ভাত।
বুড়ো মরলে কি হ'বে মোর
ভাবতে হয় যে শিরে বজ্রাঘাত!
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

বিস্ময়ের কি আছে?

বাক্ প্রধান এই মুল্লুকে কাজের চেয়ে শব্দের আড়ম্বরই প্রধান। এ আই সি সি-র (নব) সাম্প্রতিক অধিবেশনে ইহা দেখা গিয়াছে। এই অধিবেশনে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার নবদফার রফার একটি আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর এস এস ও জামাত-ই-ইসলামীকে নিষিদ্ধ করিবার প্রশ্নে সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম সরকারকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার কথা বলিয়াছেন। আর এস এসকে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তেমনি কেহ বলেন জামাত-ই-ইসলামী তীব্র মাত্রায় সাম্প্রদায়িক। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রে এই দুই দলের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে অহিতকর। আলোচনা ও পাল্টা আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই দুই সাম্প্রদায়িক সংস্থার স্থান আছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন; প্রয়োজন সহযোগিতার দেশের অপরাপর ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির যাহাতে এই বিষকে দূর করা যায়। বুঝা গেল, এগুলি ধোঁয়াশা মাত্র। অপরদিকে প্রধান মন্ত্রী এই উদ্দেশ্যে দেশের সকল স্তরের মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন দাবী করিয়া বলিয়াছেন যে, কার্যকর উপায়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা বলা যায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি অযথা বাগাড়ম্বরের ধার ধারে না। চলিত কথায় বলা যায় তাহাদের কাজ 'চাঁচাছোলা'। তাহাদের নীতির একটা সুস্পষ্ট কার্যক্রম আছে। আমাদের আছে ঘোলা ঘোলা নীতি। এখানে কেবল কথার জালবোনা আর ভাষার ছটা প্রকাশ।

মূল রহস্য অন্যত্র। সরকারের গদীর ভাবনা প্রবল। কেমন করিয়া টিকিয়া থাকা যায় এই ধ্যান ধারণা আজকাল প্রধান। দেশের মানুষের কি হাল হইল তাহা দেখিবার এনাজি থাকিবে কি প্রকারে? কালোবাজারীদের রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইবার কথা যেদিন ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা কার্যকরী হইলে প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইত যে, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের অস্থিগুলি আজ মাটিতে পরিণত হইত। কিন্তু ওই পবিত্র (?) ঘোষণার পর হইতে দেশে এই সব বিষব্রণদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। সুতরাং বাক্‌পটু সরকারের হিম্মৎ দেখা গিয়াছে। এ সরকার গদী চিনিতে জানেন, দেশের তথা মানুষের হাল কি হইল তাহা জানার কথা নয়। কাহার কথাই বা বলি? ভারতের অকংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে কেহ কি উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সন্ধান পাইবেন? সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন নেতাই জনগণের মনে আশা, উৎসাহ ও আস্থার সঞ্চার করিতে পারিতেছেন না। কেহ মন্ত্রী, কেহ এম, পি,—যিনি যে পদেই থাকুন, ওই পর্যন্ত; দলকে টিকাইয়া রাখা এবং স্বপদে বহাল থাকার জন্য যত রকমে সম্ভব, গাঁটছড়া বাঁধার প্রচেষ্টা।

কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব কতদিন? ঘোর এক 'কেওসে'র মধ্য দিয়া যদি নূতন কোন রাজনৈতিক শক্তি জাগে অথবা কোন বৈপ্লবিক পথসন্ধান মিলিয়া যায় তবে আর একটি রেণেসাঁর সূচনা হইবে। বর্তমান প্রশাসনে বিরাট ব্যর্থতা আগেই বুঝা গিয়াছিল। যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার সুস্পষ্ট নীতি নাই, যেখানে সহাবস্থান, পঞ্চশীলের নীতি কেবল অপকর্মেরই যোগান দেয়, সেখানে আর কি চাহিবার আছে? ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে জল ঘোলা হইল, তাহার আপাত ফলশ্রুতিস্বরূপ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রায় আড়াই কোটি টাকা গলিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের খবরে জানা যায়। আর এই জন্য আক্কেল সেলামী দিতে হইবে আমাদিগকেই। দিল্লীস্থ বিড়লাভবন মহাত্মা গান্ধীর পূতস্মৃতিবিজড়িত। বাড়িখানি সরকারকে দান করা হইল। বিড়লারা মহানুভব। তাঁহারা প্রতিদান গ্রহণ করিতে পারেন। দিল্লীর চৌদ্দ বিঘা জমি যাহার দাম ঐ দান করা পুরাতন বাড়ির চেয়ে বেশি, তাঁহাদের সরকার হইতে দেওয়া হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই বাড়িটি সরকারী খরচায় মেরামত হইবে। আজকাল দানের সঙ্গে প্রতিদানের প্রশ্ন থাকে!

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা প্রতিদিনই কর্ম্মীদের কিছু না কিছু মধুবুলি ও উপদেশামৃত শ্রবণ করিতেছেন। বাগাড়ম্বরে দিকভ্রান্ত হইয়া পড়ার উপক্রম। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী বৎসর ধরিয়া এই দেশে চলিয়াছে কেবল রাজনৈতিক ভণ্ডামী; গণতন্ত্রের দোহাইয়ে ফাঁকা বুলি ঝাড়া আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যর্থ প্রয়াস। রাজনীতি কালিমালিপ্ত। জনজীবন অনিশ্চিত। বেকারত্ব ক্রমবর্দ্ধমান; খাদ্যসমস্যার সমাধান পঙ্গু। শুধু অশান্তি আর অনিশ্চয়তা। এই অবস্থায় ঘটনাস্রোত এক নিশ্চিত পরিবর্তনের দিকে আগাইয়া গেলে এবং নূতনের সূচনা দেখা দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই।

এমনই ভাবেই পরীক্ষা চলছে—চলবে

মুর্শিদাবাদ জেলাতে বি-এ, বি-এস্-সি পরীক্ষা পার্টির জোরে, গায়ের তাগদে, পটকাবাজীর মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। জেলার অনেক কলেজের অধ্যাপকেরা পরীক্ষা-গৃহ বর্জন করেছেন। এবারে অশিক্ষকদের দিয়ে ইনভিজিলেশনের কাজ চালান হচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা প্রত্যেকে তিন/চারখানা বই সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। সামনের ডেস্কে বই রেখে যে যত বই দেখে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে তারই চেষ্টায় পরীক্ষার্থীরা বদ্ধপরিকর। পরীক্ষার এই হাল দেখে শহরের নানা লোকের নানা কথা—কেও বলেন, আমাদের এই দীর্ঘ জীবনে এই রকম পরীক্ষা (প্রহসন) দেখিনি। আবার কেও বলেন, এটা পরীক্ষা না বই-এর পাতা দেখে অনু-

লিপির (copy) প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। অন্য-দিকে ইনভিজিলেটার যাঁরা আছেন তাঁরা চাতকের ন্যায় সামান্য কিছু প্রত্যাশায় আকাশের পানে তাকিয়ে কিংবা কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দায়িত্ব পালন করছেন আর ভাবছেন কতক্ষণে ঘণ্টায় তিনটে শব্দ পরবে। তাঁরা সৎউপায়ে উপার্জ্জনের পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরবেন।

তবে এই কী পরীক্ষা? আর এই কী ইনভিজি-লেশন দায়িত্বরত ব্যক্তিদের নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান না সামান্য কিছু প্রাপ্তি যোগের লালসাজনিত বৈরাগ্য?

পৌরকর্মীদের ধর্মঘট

১৭ই জুন বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার কর্মীরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার সুষ্ঠু মীমাংসার দাবীতে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছেন। জঙ্গিপুর পৌরকর্মীরাও এই ধর্মঘটে সাড়া দেন। এইদিন সকালের দিকে জঙ্গিপুর পৌরকর্মীরা একত্রে সমবেত হন। সমবেত কর্মীদের এক শোভাযাত্রা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশন এই ধর্মঘটের ডাক দেন। ঝাড়ুদার ও মেথরদের ধর্মঘটের ফলে পৌরসভা অঞ্চলগুলিতে নর্দমা, খাটাপায়খানা প্রভৃতি পরিষ্কার হয়নি। এই অবস্থায় অনেক পৌরবাসীদের জীবন-যাপন করা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

হৃদয়বিদারক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী গ্রামের শ্রীমনোরঞ্জন দাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ পুলক লণ্ডনে এফ-আর-সি-এস পড়িতেছিল। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৬ই জুন তথায় পরলোকগমন করিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যে তাহার দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল। এই নিদারুণ সংবাদে পরিচিত সকলেই ব্যথিত। পুত্রহারা জনক-জননীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ছাত্রপরিষদ কর্মীদের উপর সি, পি, এম-এর আক্রমণ

গত ১৩ই জুন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের ডাকে কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হয়। ধাওয়ানের সি, পি, এম-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার জন্যে তার পদত্যাগ ও বর্দ্ধমানে পুনরায় ছাত্রপরিষদ নেতা গুণমণি রায় সি, পি, এম কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে এই সভা পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী গ্রহণ করতে ডাকা হয়েছিল। সভার শেষে পূর্ব্বঘোষিত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী রাজভবনের সামনে (উত্তর দরজায়) অনশন করার কথা ছিল বলে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক ছাত্র রাজভবনে আসেন সভা-পতি প্রিয় দাসমুন্সীর ভাষণরত অবস্থায় হঠাৎ ১২ই জুলাই ক মটি বলে বর্ণিত ও সি, পি, এম-এর গুণ্ডারা দু'জন ছাত্রকে সভার পেছন থেকে তুলে নিতে চেষ্টা করলে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। বোমা, বোতল, পাথরকে অগ্রাহ্য করে প্রিয় দাসমুন্সি ও সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা পতাকা হাতে মাইকে সকলকে নিরস্ত হতে আবেদন জানান, ইতিমধ্যে জনদশেক আহত হন।

দুর্বৃত্তেরা পালিয়ে যায় ও সভার কাজ .যথারীতি চলে। কিন্তু রক্তপাত হওয়াতে অনশন স্থগিত রেখে আগামী মঙ্গলবার ঐ স্থানেই হবে বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ প্রায় মিনিট কুড়ি নিষ্ক্রিয় ছিল। ছাত্ররা "ধাওয়ান যেখানে, প্রতিবাদ সেখানে," "হামলাকারী দূর হটো," "সুভাষবাদ-গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ" ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন। কেউ গ্রেপ্তার হননি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে আরও জানা যায় যে, সি, পি, এম কয়েক-জন নিরীহ পথচারীকেও ছাত্রপরিষদ কর্মী ভেবে লাঞ্ছিত করে ও কলুটোলার একটি সোডা-লেমনেডের দোকান লুঠ হয়। আনন্দ বাজারে প্রিয় দাসমুন্সী ও সুব্রত মুখোপাধ্যায় আহত হয়েছেন বলা হয়েছে এখবর ঠিক নয়। কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে ও প্রিয় দাসমুন্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ ব্যানার্জীকে গণ্ডগোল থামাবার জন্যে দারুণ ব্যস্ত দেখা গিয়েছিল। তাঁদের চেষ্টাতেই সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্য দুষ্কৃতকারীদের সফল হতে পারেনি বলে প্রকাশ।

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে বার বছর পূর্বে পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় 'জঙ্গিপুর সংবাদে' "কংগ্রেস ও পশ্চিম বাংলা" শিরোনামা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা তারই কিছুটা অংশ প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক

নাগপুর অভয়ঙ্কর নগরে পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও সম্পাদক শ্রীবিজয় সিং নাহার ছাড়া অন্য কোন নামজাদা কংগ্রেস সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় নাই। নুন জহর চুক্তিতে সংবিধান অগ্রাহ্য করিয়া বেরু-বাড়ী পরগণা পাকিস্থানকে অর্পণে পশ্চিম বঙ্গ বিধান মণ্ডলীতে এ অর্পণকার্য্য জহরলালের অধিকার নাই বলিয়া একবাক্যে সকল সম্প্রদায়ের সকল সদস্য মত প্রকাশ করিয়া 'প্রাইম' মিনিষ্টারের উপর "ক্রাইম" আরোপ করায় টাটকা টাটকা লজ্জা বোধ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ রায়ও অনুপস্থিত। তবে বেরুবাড়ীর সম্বন্ধে শ্রীবিজয় সিং নাহার দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু যে পাকিস্তানের উপর খুব উদারভাবাপন্ন তাহা ব্যক্ত করেন মধ্যপ্রদেশের প্রবীণ কংগ্রেস কর্ম্মী, উত্তর প্রদেশের শ্রীআলগুরায় শাস্ত্রী তাহা উল্লেখ করিয়া নেহেরুজী যে নুন পত্নীর এক পাটি চটি জুতা পা হইতে খুলিয়া পড়িলে তাহাও স্বহস্তে তুলিয়া দিতেও অপমান বোধ করেন নাই। প্রকাশ্য সভায় এই কথা নেহাৎ অশোভন বলিয়া মনে হয়।

ভারতের মহাসমিতিতে এবম্বিধ আগে তো হইয়াছে। তার উপর কোন কোন প্রদেশের সদস্য সাজিয়া কত পকেট কাটা কত লোকের কত সদস্যের কত জিনিষ চুরি করিয়াছে। রাজনীতিক এই মহাসমিতিতে টাকা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ফিল্‌ম্ তারকা আমদানী করিয়া লোক আমদানী করায় গোলমাল থামাইতে পুলিশকে লাঠি চালাইয়া লোকজনকে লাঠিপেটা করিতে হইয়াছে।

গান্ধীজী কংগ্রেসের অবসান সময়ে যে হাস্য পরিহাস করিয়া বলিতেন—"আমাদের ফিলিপ্‌সের সার্কাস শেষ হইল"। হায়! আজ তিনি ধরাধামে নাই থাকিলে এখন কি বলিতেন তাহা শোনা গেল না। এই ভাবে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন শেষ হইল।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে। কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৯৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঁঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)